হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

অস্থায়ী ক্যাম্পাসঃ ভাদৈ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ-৩৩০০

জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর
https://hau.ac.bd
prp@hau.ac.bd

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ মোজাম্মেল হকে'র বাণী

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বৈষম্য, অন্যায়, অনিয়ম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই গণআন্দোলন দেশের মানুষের ন্যায়বিচার, সাম্য, গণতন্ত্র, মানবিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

২০২৪ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নতুন গতি লাভ করে। পরবর্তীতে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ওপর দমন-পীড়ন, সংঘাত ও প্রাণহানির ঘটনা জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের জন্ম দেয়। ১৬ জুলাই আবু সাঈদসহ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নিহত হওয়ার ঘটনা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং পরবর্তীতে সর্বস্তরের জনগণ এতে সম্পৃক্ত হন। একপর্যায়ে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন বৃহত্তর গণআন্দোলনে রূপ নেয় এবং রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবিতে এক দফার আন্দোলনে পরিণত হয়।

ছাত্র-জনতার ধারাবাহিক আন্দোলন ও চূড়ান্ত অসহযোগ কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করে। এর মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রচিন্তা ও সামাজিক অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে এটাই প্রত্যাশা।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের আত্মত্যাগ জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। একই সঙ্গে যাঁরা আহত হয়েছেন, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের প্রতিও জানাই গভীর সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধা। তাঁদের আত্মত্যাগ ও ত্যাগের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো একটি রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তি হতে হবে ন্যায়, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, আইনের শাসন, জবাবদিহি, সহনশীলতা ও বৈষম্যহীনতার ওপর। শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, এই মূল্যবোধগুলোকে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই হতে পারে গণঅভ্যুত্থানের চেতনার প্রকৃত বাস্তবায়ন।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েরও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। জ্ঞানচর্চা, মুক্তবুদ্ধির বিকাশ, গবেষণা, উদ্ভাবন, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে সমৃদ্ধ প্রজন্ম গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। আমরা এমন একটি শিক্ষাবান্ধব ও গবেষণামুখী পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে মেধা, যোগ্যতা, সততা ও কর্মনিষ্ঠাই হবে সাফল্যের প্রধান ভিত্তি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারী সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁদের আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। একই সঙ্গে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

আসুন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শিক্ষা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে জ্ঞান, ন্যায়, মানবিকতা, সততা ও দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা পালন করি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে এটাই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

03/08/2026

উপাচার্য
হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়